দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 DEC 1991
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

মহানগরীর শিক্ষায় অক্টোপাসের থাবা

কিন্ডারগার্টেন ঃ ব্যবসা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা

আবদাল আহমদ ঃ স্কুলের সংখ্যাল্পতা ও শিক্ষামান অবনতির সুযোগে মহানগরী ঢাকায় ব্যবসা-ভিত্তিক একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এর নাম কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থা। প্লে-গ্রুপ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণত এ শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষাদান করা হচ্ছে। ইংরেজী ও বাংলা উভয় মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থায় পাড়ায় পাড়ায়, যেখানে-সেখানে গজিয়ে উঠেছে 'কিন্ডারগার্টেন', 'প্রি-ক্যাডেট', 'টিউটরিয়াল হোম' ও 'একাডেমী' নামের অসংখ্য স্কুল। ঢাকা শহরে বর্তমানে এ ধরনের স্কুলের সংখ্যা ৫৫০টি। এর মধ্যে সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত ৩৫০টি এবং অনুমোদন ছাড়া ২০০টি।

কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থার অধীনে ঢাকা শহরে প্রায় ৭৫ হাজার ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করছে। এরা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান। ঢাকায় এ ধরনের বেশীর ভাগ স্কুলই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আশির দশকে। বর্তমানে এই স্কুল খোলার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। এ জাতীয় স্কুল খোলার জন্য কোন বিধিনিষেধ নেই। সরকার বা শিক্ষা বিভাগের কোন শর্তও পূরণ করতে হয় না। ফলে এসব স্কুল চালানো সহজ। এজন্যে মূলধন হিসাবে প্রয়োজন একটি বাড়ি, কিছু আসবাবপত্র, কয়েকজন শিক্ষকশিক্ষিকা ও একজন সংগঠক। শিক্ষাদানের মাধ্যমে মুনাফা লাভের সহজ উপায় দেখে অনেকেই এ ব্যবসায় ঝুঁকেছে। বর্তমানে অনেক স্কুলে আবাসিক ব্যবস্থারও সুযোগ রয়েছে।

কিন্ডারগার্টেন শব্দটি জার্মান ভাষা থেকে এসেছে। এর অর্থ শিশুদের বাগান। জার্মান শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ফ্রেডরিক ফ্রুবেল কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তক। জার্মানীর ব্ল্যাঙ্কেনবার্গে ১৮৩৭ সালে তিনি প্রথম এ ধরনের কিন্ডারগার্টেন খুলে এ শিক্ষাব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেছেন। এ ... (৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

কিন্ডারগার্টেন

(প্রথম পৃঃ পর)

শিক্ষাব্যবস্থার মূল ধারণা শিশুরা বাগানে ফুলের মত স্বাধীনভাবে বড় হবে। তবে ঢাকা শহরের কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থা এ ধারনায় চলছে কিনা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

ঢাকার কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাব্যবস্থার উপর অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐ স্কুলগুলোর প্রতিষ্ঠাকাল, স্কুল খোলার উদ্দেশ্য, শিক্ষার মান, পাঠদান ও পরীক্ষাপদ্ধতি, পরিবেশ, শিক্ষাব্যয়, বইপুস্তক, স্কুলের ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অবস্থা, আর্থিক মুনাফা ইত্যাদি সম্পর্কে পাওয়া গেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

স্কুলের সংখ্যাল্পতা

ঢাকা শহর শিশু শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। জনসংখ্যার অনুপাতে এখানে স্কুলের সংখ্যা আদৌ বাড়ছে না। জেলাভিত্তিক তথ্য থেকে দেখা যায় আয়তন ও জনসংখ্যার অনুপাতে ঢাকা জেলায় স্কুলের সংখ্যা সর্বনিম্ন। প্রতি ১০ হাজার জনসংখ্যায় বাংলাদেশে প্রাইমারী স্কুলের গড় সংখ্যা যেখানে ৫টি, সেখানে ঢাকা জেলায় তা দুটি। রাজধানী শহরে যখন জনসংখ্যার হার অধিকমাত্রায় বেড়ে চলেছে, সেক্ষেত্রে স্কুলবৃদ্ধির হার একেবারেই নগণ্য। ১৯৮৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ৭ বছরে ঢাকা শহরে প্রাইমারী স্কুল বেড়েছে মাত্র ৯টি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের হিসাব অনুযায়ী ঢাকা শহরে ৩৪১টি সরকারী প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে ১১৫টি প্রাইমারী স্কুল। এই ৪৫৬টি স্কুলে প্রায় দু'লাখ ছাত্রছাত্রী পড়াশুনা করে। অথচ প্রাইমারী স্কুলে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ঢাকায় পাঁচ লক্ষাধিক।

ঢাকা শহরে এলাকাভিত্তিক জনসংখ্যার সঙ্গেও স্কুল প্রতিষ্ঠার কোন সামঞ্জস্য নেই। সূত্রাপুর থানায় প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বেশী। সবচেয়ে কম স্কুল রয়েছে ধানমন্ডি থানায়। মতিঝিল থানার জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ঢাকা শহরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত সরকারের এক ডজনেরও বেশী কমিটি রয়েছে। শহরে জনসংখ্যা বাড়ছে অথচ স্কুলের সংখ্যা কেন বাড়ছে না, শহরের বিভিন্ন এলাকার মধ্যে স্কুলবন্টনের অসামঞ্জস্যতা কেন সে ব্যাপারে ঐসব কমিটি থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি।

কিন্ডারগার্টেন

সরকারী স্কুলের শিক্ষার মান এবং অব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই কিন্ডারগার্টেন প্রসার লাভ করেছে। ব্যাঙের ছাতার মত কিন্ডারগার্টেন গজিয়ে উঠছে।

ঢাকা শহরে সব এলাকাতেই কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। শহরের ১৪টি থানায় মোট ৫৫০টি কিন্ডারগার্টেনের মধ্যে ধানমন্ডি থানায় এসব স্কুল বেশী। কোতোয়ালীতে কম। অভিজাত এলাকা ও সাধারণ এলাকা হিসাবে কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর মধ্যে প্লে-গ্রুপ থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলের সংখ্যাই বেশী — প্রায় ৫৫ শতাংশ। এর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী ৬ ভাগ, তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণী ১০ ভাগ এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ১০ ভাগ। এসব স্কুলের ইংরেজী ও আরবী নাম দেখে অবাক হতে হয়। এই স্কুলগুলি আদৌ এদেশের কিনা।

মালিক, পরিচালনা পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠাকাল

ঢাকা শহরে বেশীরভাগ কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮০ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে। এ সময়ে ৭৫ শতাংশ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭২ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ২০ শতাংশ স্কুল এবং ১৯৭২ সালের আগে ৫ শতাংশ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্ডারগার্টেন স্কুলের প্রধানের বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই প্রিন্সিপাল উপাধী। এছাড়া পরিচালক বা ম্যানেজার পদবীও রয়েছে। বেশীরভাগ কিন্ডারগার্টেনের মালিক পরিচালকই অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষা। মাহিলারাই প্রায় সবক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল। অধিকাংশ প্রিন্সিপালের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক পর্যন্ত। এদের অনেকেরই স্কুল পরিচালনা ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নেই। অনেক গৃহবধূ ও সমাজকর্মীও কিন্ডারগার্টেন খুলেছেন। এরা অনেকেই সচ্ছল পরিবারের। শতকরা ৯০ ভাগ কিন্ডারগার্টেনেই কোন ব্যবস্থাপনা কমিটি নেই। প্রতিষ্ঠানের মালিকই সর্বেসর্বা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যবস্থায় পুরো নিজের ইচ্ছায় ঐ ব্যক্তিরা স্কুল চালিয়ে থাকেন। শিক্ষকদের বেতন তারাই নির্ধারণ করেন। শিক্ষকদের আন্দোলন বা দাবী করার সুযোগ নেই। যে শিক্ষকের বেতনে পোষাবে না তাকে চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

15